একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

বুলেটিন

১০০তম সংখ্যা • ৩০ জুন ২০২১

আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে ফরিয়াদ কুরআনের ভাষ্যকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন...

আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

- সুশাসনের অভাব ও করোনা সংকট
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট জনগণের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না
- দেশ আজ রাজনীতিহীন
- ঐতিহাসিক পলাশী দিবস: ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়
- শহীদ ড. মুহাম্মদ মুরসি: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা!
- স্মৃতির পাতায় শাহ আবদুল হান্নান

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ১০০তম সংখ্যা
৩০ জুন ২০২১

প্রধান সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক
এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

গণতন্ত্রহীন উন্নয়ন

বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএএ) থেকে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ফুড আউটলুক-জুন ২০২১' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টানা কয়েকটি দুর্যোগ মোকাবেলা করেও বাংলাদেশ ২০১৯ সালে ৩ কোটি ৫০ লাখ টন চাল উৎপাদন করে। ওই বছর প্রথম বারের মত বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়াকে টপকে তৃতীয় স্থানে চলে আসে। ২০২০ সালেও খাদ্য উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে থাকে বাংলাদেশ। উৎপাদিত হয় ৩ কোটি ৭৪ লাখ টন চাল। চলতি বছরেও বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে থাকবে বলে FAO এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশের চাল উৎপাদন ৩ কোটি ৭৮ লাখ টন হবে বলে FAO মনে করে।

চীন ১৪ কোটি ৬৬ লাখ ও ভারত ১২ কোটি ৩১ লাখ টন চাল উৎপাদন করে এক ও দুই নাম্বারে থাকবে।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ অবকাঠামো নির্মানে সক্ষমতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ। উন্নয়ন ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়নশীল দেশও বাংলাদেশকে অনুসরন করছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও বৈদেশিক ঋণমানের উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ঋনগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা দেশ হিসেবে দাতা গোষ্ঠীর খাতায় নাম লেখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রথম দফায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে যাচ্ছে।

বাংলদেশের অর্থনীতির আকার, উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কিন্তু যে জনগণের জন্য এ উন্নয়ন তাদের অবস্থা কি? এক কথায় জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নেই, রাজনৈতিক অধিকার নেই, কথা বলা কিংবা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, সভা সমাবেশের সাংবিধানিক অধিকার অনেক আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছে। ভোটের অধিকার বলতে কিছু নেই, নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বিচারের বাণী আজ নিরবে নিভৃতে কাঁদে। দেশে নিয়ম-শৃংখলা বলতে কিছু নেই। ঘুষ, দুর্নীতি, অর্থ কেলেংকারী, বিদেশে অর্থপাচার, মানব পাচার এক ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির কারনে চিকিৎসাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সকল সেবামূলক খাতে চলছে নৈরাজ্য।

জনগণের অধিকার না থাকলে উন্নয়নের কোন মূল্য নেই। মানুষকে আল্লাহ মর্যাদা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ চায় সম্মান, ইজ্জত, মর্যাদা। এসব না থাকলে উন্নয়ন অর্থহীন। গণতন্ত্রহীন উন্নয়ন সুফল বয়ে আনে না।

বিশেষ নিবন্ধ

সুশাসনের অভাব ও করোনা সংকট

করোনা মহামারি মোকাবিলায় যেখানে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কথা, সেখানে এবারের বাজেটে আমাদেরকে হতাশ হতে হয়েছে। মহামারি মোকাবেলায় বাজেটে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা রাখা হয়নি। দেশে স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়ানোর আবশ্যকতা থাকলেও এক্ষেত্রে আমরা অতীত বৃত্তেই রয়ে গেছি। কারণ, বর্তমান মহামারি ও দুর্যোগকালীন সময়েও এই খাতকে লুটপাট, দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে সর্বগ্রাসী লুটপাট ও দুর্নীতি এখন আমাদের নিয়তি হয়ে গেছে। তা থেকে মুক্ত থাকেনি দেশের স্বাস্থ্যখাতও। এমনিতেই জনসংখ্যা অনুসারে ও প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সর্বপরি এখাতে রয়েছে লাগামহীন অনিয়ম ও নয়ছয়।

সম্প্রতি এক আলোচনা সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য তিনি স্বাস্থ্যখাতে কোন দুর্নীতির কথা স্বীকার করেননি। তার ভাষায়, 'আমরা স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিইনি, অবহেলা করেছি। যার ফলাফল আমরা করোনায় পেয়েছি। করোনা মহামারিতে আমরা কতটা অসহায়, সেটা দেখেছি'। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের জন্য আমাদের আরও বেশি এগিয়ে আসা দরকার। করোনা আমাদের দেখিয়েছে স্বাস্থ্যসেবার যদি বিপর্যয় ঘটে, তাহলে মানুষের কী অবস্থা হয়। দেশের সব উন্নয়ন থেমে যায়, দেশে শান্তি থাকে না, সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি হয়'।

দেশের স্বাস্থ্যখাত নিয়ে বাজারে অনেক কথাই চালু আছে। বাজেটে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং এখাতকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেয়ার অভিযোগ রয়েছে অনেক আগে থেকেই। সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এসব অভিযোগের আত্মস্বীকৃতি মিলেছে। লাগামহীন দুর্নীতির বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকেছে তার বক্তব্যে। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে কেনাকাটা, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, পদায়ন, চিকিৎসাসেবা, জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ওষুধ সরবরাহসহ নানাখাতে দুর্নীতির অভিযোগ স্পষ্ট। সরকারের পক্ষ থেকে বরাবরই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন নেই। সঙ্গত কারণেই দেশের স্বাস্থ্যখাতকে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যমুক্ত হয়নি। মূলত, আইনের শাসনের অভাবেই দেশের স্বাস্থ্যখাতে এই বেহাল দশার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য দেশের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে রাষ্ট্রের সকল সেক্টরেই পড়েছে এর নেতিবাচক প্রভাব। এমনকি জাতির এই ক্রান্তিকালে মানুষ যখন নিজেদের জীবন নিয়ে শঙ্কায় তখন এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে এই সময়কে বেছে

নিয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের হোমরা-চোমরাদের বিরুদ্ধে অনিয়মে জড়িত থাকার অনেক অভিযোগও উঠেছে ব্যাপকভাবে। এই বিষয়ে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রামাণ্য সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। আর সে সংবাদ প্রকাশের কারণেই সম্প্রতি প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রোজিনা ইসলাম স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ে নাজেহালের শিকার হয়েছেন। এমনকি তথ্যচুরির কথিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। যা আমাদের ভঙ্গুর মূল্যবোধ চর্চা ও রাষ্ট্রাচারের আদর্শিক দেউলিয়াত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু থেকেই সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতা ও ব্যর্থতার কারণে পরিস্থিতি বড় ধরনের অবনতি ঘটেছে। সময়মত সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া গেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও সীমিত পর্যায়ে রাখা সম্ভব ছিল। পরীক্ষার হারও শুরু থেকে মোটেই সন্তোষজনক ছিল না বা এখনও নয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে সংখ্যা কম দেখানোর কারণে সঠিক চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়নি। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নিয়েছে। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যই করোনা সংক্রান্ত ভুল তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। যা সরকার সংশ্লিষ্টরা ছাড়া সকল মহল থেকেই আত্মঘাতী মনে করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ও সর্বাধুনিক না হওয়ায় মৃত্যুর হারও বেশি। অনেকেই অপর্যাপ্ত চিকিৎসা, অপচিকিৎসা ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে বয়স্ক রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ ও ভেন্টিলেটরসহ আইসিইউ শয্যার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকেছে সবসময়। ঢাকার বাইরেও মহানগর, জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ বেড এখনও অপর্যাপ্ত। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর থেকে প্রায় ১৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও সরকার হাসপাতলগুলোতে চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে আমাদের সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার দুর্বলতা কাটানো সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্টদের চরম ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, উদাসীনতা, দুর্নীতি এবং জনজীবনকে গুরুত্ব না দেয়ায় এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো কথামালার ফুলঝুড়ির মাধ্যমে নিজেদের দায় শেষ করার চেষ্টা করেছেন।

করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে নাজুক চিত্র বেরিয়ে এসেছিলো তার কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। করোনা চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপনায় কিছুটা অগ্রগতি দেখা গেলেও যথাযথ উপকরণের অভাব, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ, হাসপাতালে সেবার অভাব, জরুরি সেবা নিশ্চিতে ব্যাপক দুর্বলতার পাশাপাশি একের পর এক দুর্নীতির খবরও গত প্রায় ১৫ মাসে মূলত সরকারি স্বাস্থ্য খাতের বেহাল দশার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সম্প্রতি বিবিসির এক প্রতিবেদনে দেশের স্বাস্থ্যখাতের এমন নেতিবাচক দিকই ওঠে এসেছে।

গত প্রায় ১৫ মাসে কোভিড-১৯ সেবা বাড়লেও সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন খুব একটা হয়নি বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবনতিই ঘটেছে। এটা ঠিক যে এখন ২৫ হাজারের ওপর টেস্ট হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের বক্তব্য হলো, করোনা ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসক, নার্সসহ কর্মীদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে কিন্তু করোনাকে শিক্ষা হিসেবে নিয়ে সার্বিক স্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এমনকি করোনার ক্ষেত্রেও জেলা উপজেলায় বরাদ্দ, স্বেচ্ছাসেবীদের অর্থ দেয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যবিভাগের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছে। আর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারের ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হয়নি বরং অবনতিই হয়েছে। এমনকি সরকার টিকা কার্যক্রমকে নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল করতে পারেনি। আর এজন্য লাগামহীন অনিয়ম ও সুশাসনের অভাবকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ট্রান্সপারেন্সি ন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)র এক প্রতিবেদনে। সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিকা কার্যক্রম ও করোনা মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি ভাইরাস নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘায়িত করছে। এছাড়া সঙ্কট মোকাবিলা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য ১৯ দফা সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। 'করোনা ভাইরাস সঙ্কট মোকাবিলা : কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে গত ৭ জুন এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় প্রতিষ্ঠানটি।

এ সময় কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে কৌশলগত ঘাটতি থাকায় এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক উৎসের ওপর নির্ভর করায়, চলমান টিকা কার্যক্রমে আকস্মিক স্থবিরতা নেমে এসেছে দাবি করেছে সংস্থাটি।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন হাসপাতালের কোভিড মোকাবিলায় বরাদ্দ ব্যয়ে দুর্নীতি ছিল এবং এখনও আছে। যেমন পাঁচটি হাসপাতালে ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও কোয়ারেন্টাইন বাবদ ৬২ দশমিক ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচ কোটি টাকার দুর্নীতি; ক্রয়বিধি লঙ্ঘন করে এক লাখ কিট ক্রয়; বিধি লঙ্ঘন করে অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়াদেশ প্রদানের ঘটনা দেখা গেছে। করোনাকালে কারিগরি জনবলের ঘাটতি মেটাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়োগে জনপ্রতি ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। উপযোগিতা যাচাই না করে হাসপাতাল নির্মাণ এবং তার যথাযথ ব্যবহার না করে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ায় ৩১ কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে এখনো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সরকার ঘোষিত মোট ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজে বরাদ্দকৃত এক লাখ ২৮ হাজার তিন শত তিন কোটি টাকার প্রায় ৩৫ শতাংশ বিতরণ করা হয়নি।

গবেষণা প্রতিবেদনে করোনা মোকাবিলায় সুশাসনের ঘাটতি নিরসনে টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত ১১টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কিত আটটিসহ মোট ১৯ দফা সুপারিশ প্রদান করে টিআইবি। উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো, দেশের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যাকে কীভাবে, কত সময়ের মধ্যে টিকার আওতায় আনা হবে তার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করা; উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতাসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে নিজ উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে টিকা উৎপাদনের সুযোগ প্রদান করা; সরকারি ক্রয়বিধি অনুসরণ করে সরকারি-বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি আমদানির অনুমতি প্রদান করা; রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ব্যতীত টিকা ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করা; টিকা কেন্দ্রে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

মূলত, সুশাসনের অভাবেই আমাদের দেশের স্বাস্থ্যখাতে রীতিমত হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কোভিড ব্যবস্থাপনার ওপর। এমতাবস্থায় শুধু আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না বরং সবার আগে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে টিআইবির সুপারিশগুলোও অনেকটাই বাস্তবসম্মত। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

দেশ আজ রাজনীতিহীন

মতিউর রহমান আকন্দ

রাজনীতিবিদদের কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক অবস্থান ও রাজনীতি নিয়ে কয়েকজন প্রবীণ সংসদ সদস্য পার্লামেন্টে আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনায় রাজনীতির করুন চিত্র ফুটে উঠেছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে লেখালেখি ও আলোচনা চলছে।

আওয়ামী শাসনামলে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হলো দেশ আজ রাজনীতিহীন। বিরোধী দল যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে এ জন্য সরকার মামলা দিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালিয়েছে; মাসের পর মাস কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অনেক নেতাকে গুম করে দেয়া হয়েছে। গনমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। বিরোধী দল রাজপথে সভা, সমাবেশ, মিছিলের আয়োজন করলে তাদের উপর গুলি চালানো হয়েছে। সমাবেশ পন্ড করে দেয়া হয়েছে। সরকার কোন কিছুই তোয়াক্কা করেনি।

নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ২০১৪ সালে বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে। ১৫৩ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন প্রার্থী ছিল না। বিনা নির্বাচনে এসব আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট আসন গুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। আওয়ামী লীগের মতো একটি প্রাচীন দলের অগনতান্ত্রিক, অরাজনৈতিক ভূমিকায় জনগন হতাশ হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচন আরেকটি প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে মধ্য রাতের নির্বাচন বলা হয়। রাজনৈতিক নের্তৃত্ব যখন অসাধুতা, চতুরতা, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেন তখন তাদের আর নৈতিক শক্তি থাকেনা। ফলে অনৈতিক, অন্যায় কর্মকান্ড বন্ধে তারা কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না।

আওয়ামী লীগের আরেকটি অপকর্ম হলো সংসদে বিরোধী দলের চরিত্রকে তারা পাল্টে দিয়েছে। জাতীয় পার্টি সরকারে আছে একই সংগে তারা বিরোধী দলও। মাঝে মাঝে তারা সরকারের কাছে তাদের অবস্থান জানতে চায়। সংসদীয় রাজনীতিতে এমন Political drama (রাজনৈতিক নাটক) আর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ জিয়াউর রহমানের উপর দোষ চাপিয়ে বলেছেন তিনি নাকি রাজনীতিকে কঠিন করে গেছেন। জিয়াউর রহমান ৪০ বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ ৪০ বছরের মধ্যে এরশাদ সাহেব ৯ বছর, বিএনপি ১০ বছর, ওয়ান ইলেভেনের সরকার ২ বছর, আওয়ামীলীগ ১৭ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতা চালিয়েছে এখনও চালাচ্ছে। বলতে গেলে এরশাদ সাহেবও ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের একটি যোগসাজস ছিল। তাহলে বলা যায় জিয়া হত্যার পর ৩০ বছর যাবৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ। সংগত কারণেই প্রশ্ন এতোদিন আপনারা রাজনীতিতে কি পরিবর্তন এনেছেন?

পার্লামেন্টে আজ অন্তহীন বেদনা নিয়ে জীবনের পড়ন্ত বেলায় বর্ণাঢ্য রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমদ বলেছেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্ব আজ ম্লান হয়ে গেছে। রাজনীতি, রাজনীতিবিদ ও এমপিদের অবস্থান নিয়ে তার পথ ধরে আরো ৪ জন আলোচনায় অংশ নেন। সকলেই একই সুরে কথা বলেছেন।

রাজনীতি জনগনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে প্রশাসন নির্ভর হলে রাজনীতিবিদদের আর কোন অবস্থান থাকে না। বিলম্বে হলেও একটু উপলব্ধি তৈরী হয়েছে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের মোবারকবাদ।

এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে সকল রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে অরাজনৈতিক শক্তির কর্তৃত্ব আরও বাড়বে তখন আর কথা বলারও জায়গা থাকবে না।

ঐতিহাসিক পলাশী দিবস

ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়

পলাশী মুক্তিসংগ্রামীদের পরাজয়ের ইতিহাস, ট্রাজেডি ও বেদনাময় এক শোক স্মৃতির ইতিহাস। পলাশী পরাধীনতার ইতিহাস, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। উপমহাদেশের মানুষের ট্রাজেডি দিবস। সুজলা-সুফলা এই দেশকে মীর জাফরের বেঈমানীর মাধ্যমে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে উপনিবেশিক শাসন কায়েমের দিবস। এখন থেকে ২৬৪ বছর আগে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম বাগানে ইংরেজদের সঙ্গে এক প্রহসনের যুদ্ধে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অস্তমিত হয় বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য। ইংরেজদের খুশি করে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের ক্ষমতা গ্রহণ এবং পরাজয়ের পর নবাব সিরাজের বেদনাদায়ক মৃত্যু হলেও উপমহাদেশের মানুষ এখনো দিবসটিতে নবাবকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। সেদিন দেশের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবাবের সেনা বাহিনীর তুলনায় ইংরেজদের সেনা সংখ্যা ছিল অনেক কম। নবাবের বিজয় ছিল প্রায় সুনিশ্চিত। সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের বিজয়ী করা হয়।

পলাশী যুদ্ধ আট ঘণ্টার মতো স্থায়ী ছিল এবং প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন নবাব সিরাজ পরাজিত হন। এ যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলমানরা হারায় পুরো ভারতের নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা। এর ফলে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমান্বয়ে আধিপত্য বিস্তার করে অবশেষে সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়। ব্রিটিশরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করে।

পলাশী যুদ্ধের এক সুদীর্ঘ পটভূমি আছে। ১৬৫০-এর দশকের প্রথম থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তখন থেকে এ পটভূমির সূচনা হয়। বাংলার মোগল শাসকগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এখানে বসবাসের অনুমতি দেন এবং বছরে মাত্র তিন হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে তারা শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার অধিকার পায়। হুগলি ও কাসিমবাজারে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে এবং মূলধন বিনিয়োগে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটি নামে তিনটি গ্রাম কিনে প্রথম জমিদারি প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি দুর্গও নির্মাণ করে।

জমিদারি ক্রয় ও ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য খুবই সুবিধাজনক বলে প্রমাণ হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে যে কায়েমি স্বার্থের জন্ম নেয়, তা কোম্পানিকে কলকাতার আশপাশে আরও জমিদারি (৩৮টি গ্রাম) কিনতে উৎসাহিত করে। ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহারের দরুন বাংলার নবাবদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবৈধ কার্যক্রমের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর তিনটি প্রধান অভিযোগ ছিল– অনুমতি ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়ামে প্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কার, ব্যক্তিগত অবৈধ ব্যবসা এবং কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা নির্লজ্জ অপব্যবহার এবং নবাবের অবাধ্য প্রজাদের বেআইনিভাবে আশ্রয় প্রদান। উল্লিখিত অভিযোগসমূহের মীমাংসার জন্য পদক্ষেপ নিতে নবাব ব্রিটিশদের আহ্বান জানান এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিরসনের জন্য কলকাতায় অনেক প্রতিনিধি দল পাঠান। নবাব কোম্পানির নিকট কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে সমর্পণের দাবি করেন এবং নতুন প্রাচীর ভেঙে ফেলতে ও কলকাতার চারদিকের পরিখা ভরাট করতে নির্দেশ দেন। নবাবের যে বিশেষ দূত এ সকল দাবিসংবলিত চিঠি নিয়ে কলকাতায় যান ইংরেজরা তাকে অপমানিত করে। কলকাতার ইংরেজ গভর্নর রজার ড্রেক চরম অপমানজনকভাবে নবাবের প্রতিনিধি নারায়ণ সিংহকে বিতাড়িত করে তা সবিস্তার শুনে নবাব অত্যন্ত রাগান্বিত হন।

নবাব তৎক্ষণাৎ কাসিমবাজার কুঠি অবরোধের আদেশ দেন। কুঠির প্রধান আত্মসমর্পণ করে কিন্তু কলকাতার ইংরেজ গভর্নর অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি প্রদর্শন করেন। ফলে নবাব কলকাতা অভিযান করে তা দখল করে নেন। এ পরাজয়ের পর বাংলায় কোম্পানির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দুই উপায়ে করা সম্ভবপর ছিল– হয় নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ নচেৎ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বল প্রয়োগ। বাংলায় যে সকল ব্রিটিশ ছিল, তারা অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর জন্য

মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জে জরুরি খবর পাঠায়। সেখান থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একদল ব্রিটিশ সৈন্য বাংলায় পাঠানো হয়। তারা ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা পুনরুদ্ধার করে এবং নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে কিছু প্রভাবশালী অমাত্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। নবাবকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ব্রিটিশরা নবাবের প্রতি বিরূপ পারিষদদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৯ জুন ক্লাইভ কাটোয়া পৌঁছেন। স্থানটি পূর্বদিন কর্নেল কুট দখল করে নেয়। ২১ জুন ক্লাইভ 'সমর পরিষদের' সভা ডাকেন এবং 'তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ' না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্লাইভ পরে সিদ্ধান্ত পাল্টান এবং পরদিন অগ্রসর হওয়ার জন্য মনস্থ করেন। ২২ জুন সকালে ব্রিটিশ বাহিনী ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশীর পথে যাত্রা করে। অবশ্য ২২ তারিখ দুপুরের পরপরই ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বার্তা পান এবং পলাশীর পথে তার যাত্রা অব্যাহত রেখে দুপুর রাতের পর সেখানে পৌঁছেন।

ইতোমধ্যে নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা দেন এবং শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য পলাশীতে শিবির স্থাপন করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সকাল ৮টার দিকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মীর মদন, মোহন লাল, খাজা আব্দুল হাদী খান, নব সিং হাজারী প্রমুখের অধীনে থাকা নবাব সেনা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালায়, অন্যদিকে মীর জাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভরামের অধীন নবাবের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সেনা নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ও পরিস্থিতি অবলোকন করে। এমনকি বেশ কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পরও চূড়ান্ত কিছু ঘটেনি। ক্লাইভ এমন প্রতিরোধ পাবেন আশা করেননি এবং এই মর্মে জানা যায় যে, 'দিনে যথাসম্ভব তীব্র যুদ্ধ চালিয়ে' ক্লাইভ রাতের অন্ধকারে কলকাতা পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বেলা তিনটার দিকে কামানের গোলা মীর মদোনকে আঘাত হানে এবং এতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মীর মদনের মৃত্যুতে হতভম্ব নবাব মীর জাফরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর জীবন ও সম্মান রক্ষার জন্য তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। মীর জাফর নবাবকে ঐ দিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং পরদিন সকালে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করার পরামর্শ দেন। আর এ খবর শিগগিরই ক্লাইভের নিকট পৌঁছানো হয়। পরামর্শমতো নবাবের সেনানায়করা পেছাতে থাকলে ইংরেজ সেনারা নতুন করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং ফলে নবাব বাহিনী বিশৃঙ্খলভাবে যত্রতত্র পালিয়ে যায়। অপরাহ্ন ৫টার দিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং বিজয়ী ক্লাইভ বীরদর্পে তখনই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধের মাধ্যমে রচিত হয় ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় এবং অস্তমিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। এ করুণ অধ্যায়ের মাধ্যমে ভারত বর্ষের মুসলমনারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষায় নেতৃত্ব হারিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করে উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল ধ্বংসাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। মূলত পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ই ইউরোপীয়দের হটিয়ে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ তৈরি করে দেয়। পলাশীর যুদ্ধে জয়ের খবরে লন্ডনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারের দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়।

কারণ বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার সম্পদে কোম্পানিটি এখন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সেবাদাসদের সাহায্যে এভাবেই বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দীর্ঘ ১৯০ বছর এদেশে শাসন শোষণ চালায়। কোটি কোটি টাকার অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করে। বাংলাদেশ থেকে লুটকৃত পুঁজির সাহায্যে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে। আর এককালের প্রাচ্যের স্বর্গ সোনার বাংলা পরিণত হয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, পলাশীর যুদ্ধের ফল ভিন্ন হলে ইংল্যান্ড নয় বাংলাই বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিতে পারত।

পলাশীর মর্মান্তিক ইতিহাস আমাদের জাতিসত্ত্বার সাথে খুবই গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ২৩ জুন আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঝর্ণার মতো প্রবাহিত হয়। এই শোক পাথরের চাইতে অধিক মজবুত ও অগ্নিশিখার চাইতে অধিক উত্তপ্ত।

শহীদ ড. মুহাম্মদ মুরসি

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা!

শহীদ ড. মোহাম্মদ মুরসি ছিলেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ। একটি আন্দোলনের নাম। একটি বিপ্লবের নাম। যার অসাধারণ মেধা, অতুলনীয় প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, অমায়িক ব্যবহার আর আল্লাহভীরু মানসিকতা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণার উৎস।

মিসরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রথম বৈধ প্রেসিডেন্ট মজলুম জননেতা ড. মুহাম্মদ মুরসি ইসা আল-আইয়াতকে ২০১৩ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। জালিমের কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ২০১৯ সালের ১৭ জুন তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

২০১৯ সালের ১৭ জুন আদালতে শুনানি চলাকালে মোহাম্মাদ মুরসি বিচারকের কাছে কথা বলার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয়। প্রায় ২০ মিনিট বক্তব্য রাখার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মনে করা হয়, আদালতে মুরসির ওপর সিসি প্রশাসনের শারীরিক ও মানসিক চাপ প্রয়োগই তার মৃত্যুর একটি কারণ।

ড. মোহাম্মদ মুরসির পুরো নাম মোহাম্মদ মুরসি ইসা আল-আইয়াত। তিনি ১৯৫১ সালের ২০ আগস্ট মিসরের শারকিয়া প্রদেশের আল-আদওয়াহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন কৃষক ও মা ছিলেন গৃহিনী। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করার পর নিজের প্রখর মেধার জোরে ১৯৭৫ সালে মোহাম্মদ মুরসি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রকৌশল) বিষয়ে স্নাতক পড়া শুরু করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯৭৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি।

ড. মুহাম্মাদ মুরসি ছিলেন পবিত্র কুরআনুল কারিমের হাফেজ। কারাগারে মুরসি পবিত্র কুরআন চেয়েছিলেন। কারা কর্তৃপক্ষ তাকে কুরআন সরবরাহ করেনি। ফলে তিনি বলেছিলেন- 'আমি কারাগারে ওদের (কারা কর্তৃপক্ষের) কাছে কুরআনের একটি কপি চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে কুরআন দেয়নি। কিন্তু ওরা তো জানে না, আমি তো ৪০ বছর আগেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছিলাম। আমি তো কুরআনকে একটু ছুঁতে চেয়েছিলাম। এরচেয়ে বেশি কিছু তো নয়।'

ছাত্রজীবন থেকে তিনি এতই মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ছিলেন যে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৮২ সালে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮২-৮৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি নাসায় কাজ করার সুযোগ পান এবং সেখানে তিনি সুনামের সাথে স্পেস শাটল ইঞ্জিন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কির যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ১৯৮৫ সালে নিজ

জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। মিসর ফিরে শারকিয়া প্রদেশের জাগাজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৫-২০১০ সাল পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্বপালন করেন। ২০০০ সালে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মুরসি।

২০১১ সালে মুসলিম ব্রাদারহুডের আদলে ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (এফজেপি) গঠন করে পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মুরসি। ২০১২ সালে মিসরে দুই পর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পর্বে সর্বমোট ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে মিসরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তিনি ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (এফজেপি) থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাকে জয়ী ঘোষণার পর মুসলিম ব্রাদারহুড ও এফজেপি থেকে ড. মোহাম্মদ মুরসিকে অব্যাহতি দিয়ে মিসরের সর্বস্তরের মানুষের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও মুরসি ছিলেন সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। ছোট্ট একটি এপার্টমেন্টে তিনি পরিবার নিয়ে থাকতেন। শুধু রাষ্ট্রীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি সরকারি মালিকানাধীন ভবন ব্যবহার করতেন।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তার বোন গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা কিংবা ইউরোপে পাঠানোর পরামর্শ দেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি কখনো আমার নিজের পরিবারের জন্য চিকিৎসায় বিলাসিতা করতে চাই না। মিসরের সাধারণ হাসপাতালেই তাদের চিকিৎসা হবে।'

ইসলামের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। রাষ্ট্রীয়সহ যে কোনো অনুষ্ঠান চলাকালে আজান হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বক্তৃতা দেয়া থেকে বিরত থাকতেন।

ড. মুরসি গৃহহীন ও অসহায়দের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। গৃহহীন বিধবা নারীর প্রতি তার সহযোগিতা ছিল তুলনাহীন। রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা গৃহহীন নারীকে তিনি তুলে নিয়েছিলেন নিজ গাড়িতে। আবাসন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মিসরে কোনো মায়েরই কষ্ট পাওয়া উচিত নয়।

নিজ দেশের গরিব অসহায়দের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন ড. মুরসি। তিনি সুনামির পর তাহবিল গঠন করে ইন্দোনেশিয়া ও সিরিয়ায় অনেক সাহায্য ও সহায়তায় করেছিলেন।

ড. মুহাম্মাদ মুরসি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে কম বেতন-ভাতা ভোগ করা প্রেসিডেন্ট। বিশ্বজুড়ে অনেকে দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী অঢেল সম্পদ ও টাকার মালিক হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ড. মুরসি পুরো বছরের জন্য মাত্র ১০ হাজার ডলার বেতন নিয়েছেন।

তিনি কখনোই ফজরের নামাজের জামাআত ছাড়তেন না বরং নিয়মিত ফজরের নামাজের জামাআতে অংশগ্রহণ করতেন। ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণকারীরা নিয়মিতই তাকে ফজরের জামাআতে উপস্থিত হতে দেখতেন।

ছবি তোলার প্রতি তার ছিল চরম অনীহা। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ যে কোনো কাজে যতটা সম্ভব ছবি তোলা থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন।

দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ২০১৩ সালেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সামরিক জান্তা তাকে দীর্ঘদিন গোপন স্থানে রেখে নির্যাতন চালায় এবং পরে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে বিচারের নামে প্রহসন করে প্রাণদন্ডসহ বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত করে। তিনি দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি ও লিভারজনিত রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু কারাবন্দি এ রাজনীতিককে যথাযথ চিকিৎসা নিতে না দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে মিশরের সামরিক জান্তা। ছয় বছর দিনে ২৩ ঘণ্টা নির্জন কারাগারই ছিল তার ঠিকানা। ছয় বছরে মাত্র তিনবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান মুরসি। মৃত্যুর পর মুরসির দাফনেও বাধা দেওয়া হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে নিজ শহরে দাফনের আবেদন জানালে তা নাকচ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৮ জুন ২০১৯ ভোরে কঠোর গোপনীয়তায় রাজধানী কায়রোর নসর এলাকায় তাকে দাফন করা হয়। সেখানে পরিবারের সদস্য ও মুরসির দুই আইনজীবী ছাড়া কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। যা মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন। কিন্তু জুলুম-নির্যাতন করে অতীতে কখনোই ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়নি।

ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত এই নেতা তার উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে নিজেকে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের আইকন বা মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার শাহাদাত বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা যোগাবে। মুসলমানদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

শাহ আব্দুল হান্নান স্মরণে

স্মৃতির পাতায় শাহ আবদুল হান্নান

অধ্যাপক তাসনীম আলম

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী শাহ আবদুল হান্নান গত ২ জুন দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে কাঁদিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে চলে গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি আর কখনো আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। এ দীর্ঘ জীবনটাকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। মানুষ মারা গেলে তার অনেক অজানা কথাই জানা যায়। শাহ আবদুল হান্নান সাহেবও মারা যাবার পর তাঁর অসংখ্য ভালো কাজের কথা সুধীজনদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসছে।

তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। এছাড়া তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ইবনে সিনা ট্রাস্টের চেয়ারম্যানসহ সরকারি ও বেসরকারি অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর মেধা, যোগ্যতার কারণে এসব প্রতিষ্ঠান তাঁকে চেয়ারম্যান অথবা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

শাহ আবদুল হান্নান সাহেবের সাথে প্রথম কবে পরিচয় হয়েছিল, তা সঠিকভাবে মনে নেই। তবে ছাত্রজীবনে তার সাথে অনেকবার সরাসরি অথবা টেলিফোনে কথা হয়েছে। শাহ আবদুল হান্নান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী নিজে চলতেন এবং অন্যদের কাছে এর সুমহান সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য সদা তৎপর থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার দা'য়ী ইলাল্লাহ। ইসলামী আদর্শকে তিনি এমনভাবে বুকে ধারণ করেছিলেন যে, কোনো কিছুই তাঁকে এ পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতন এবং কর্মতৎপর ব্যক্তি। ইসলামী দাওয়াত সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। এমন একজন মেধাবী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। ছাত্রজীবনে খুব সম্ভব ১৯৮৪ অথবা ৮৫-এর দিকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য টেলিফোনে সময় নিলাম। সকাল ১০টায় তার অফিসে যেতে বললেন। আমি ১০টার আগেই পৌঁছলাম। আমি এসেছি খবরটা তাঁকে জানালাম। ঠিক ১০টার সময় তিনি বাইরে এসে আমাকে বলে গেলেন, তুমি আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে আছি। কাজ শেষ হলে আমি তোমার সাথে কথা বলবো। তার এ ব্যবহারে আমি খুবই মুগ্ধ হলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি আমার কথা বললাম। তিনিও আমাকে বেশ কয়েকটা উপদেশ দিলেন। তার উপদেশগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূল্যবান। কতটুকু দায়িত্ব সচেতন হলে একজন সিনিয়র ব্যক্তি নিজে উঠে এসে কৈফিয়ত দেন। একবার একটি সেমিনার উপলক্ষে তিনি রাজশাহীতে এলেন। আমি তখন রাজশাহী থাকতাম। আগেই তিনি বলে রেখেছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গেস্ট হাউসে উঠবেন। তিনি ঢাকা থেকে এলে আমরা তাঁকে রিসিভ করলাম। ব্যাংকের কর্মকর্তারাও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সবার সাথে হাত মেলালেন। দারোয়ানের সাথেও হাত মেলালেন। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো যে, সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ঐ সময় তার সাথে ঢাকা থেকে তার ভক্ত একজন ছাত্র এসেছিলেন। জুমার নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হতে ঐ ছাত্রের দেরি হচ্ছিল। সেই ছাত্র বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে অপেক্ষা করলেন। সেমিনার শেষে ফিরে যাবার সময় আমরা তাঁকে যাতায়াত ভাড়া দিলাম। তিনি তা গ্রহণ করে আমাকে বললেন, এই টাকাটা তোমরা ছাত্রদের কাজে ব্যয় করো। প্রথমত ইতস্তত করলেও অবশেষে তা নিলাম।

তিনি আমাদের মতো ঘনিষ্ঠদের তুমি বলতেন। এই 'তুমি'র মধ্যে এমন আন্তরিকতা থাকতো যে, মন প্রশান্তিতে ভরে যেত। তিনি নিজে মাঝে মাঝে টেলিফোন করে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিতেন। তিনি কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। সংক্ষিপ্ত কথা বলতেন। দাওয়াতী কাজের জন্য তিনি সবসময় তার নিজের লেখা বই বা অন্য লেখকের বই বিলি করতেন।

তিনি সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় নিয়মিত লিখতেন। তার লেখাগুলো বেশ সংক্ষিপ্ত হতো। যার কারণে স্পেসের সমস্যা হতো না। শেষের দিকে তিনি আর লিখতে পারতেন না। সাপ্তাহিক সোনার বাংলার ব্যাপারেও তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিতেন।

শাহ আবদুল হান্নান সাহেব সত্যিকার একজন দা'য়ী ইলাল্লাহ ছিলেন। সর্বাবস্থায় দাওয়াতী কাজ যে করা যায়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। তিনি চলে গেলেন, রেখে গেলেন অনেক স্মৃতি, যা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত আছেন, যারা তার প্রেরণায় ইসলামের পথে চলার চেষ্টা করছেন। শাহ আবদুল হান্নান ছোট-বড় সবাইকে মর্যাদা দিতেন। মহব্বতের সাথে কথা বলতেন। কুরআনের দাওয়াত দিতেন। দুনিয়াতে তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রে সফল ও সম্মানিত ছিলেন। সহকর্মীরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। দৈনিক প্রথম আলোতে সাবেক সচিব অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ফয়জুল কবির খান লিখেছেন, "আর্থিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততার যে নজির শাহ আবদুল হান্নান রেখে গেছেন তা বিরল। ... আর নিজেদের বলি, এমন একজন সরকারি কর্মকর্তা পাওয়া জাতির জন্য ভাগ্যের বিষয়।"

ফয়জুল কবির খান যথার্থই বলেছেন। এ উপলব্ধি সকলের মধ্যে আসুক– এ কামনাই করি। আল্লাহ শাহ আবদুল হান্নানকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

লেখক : নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

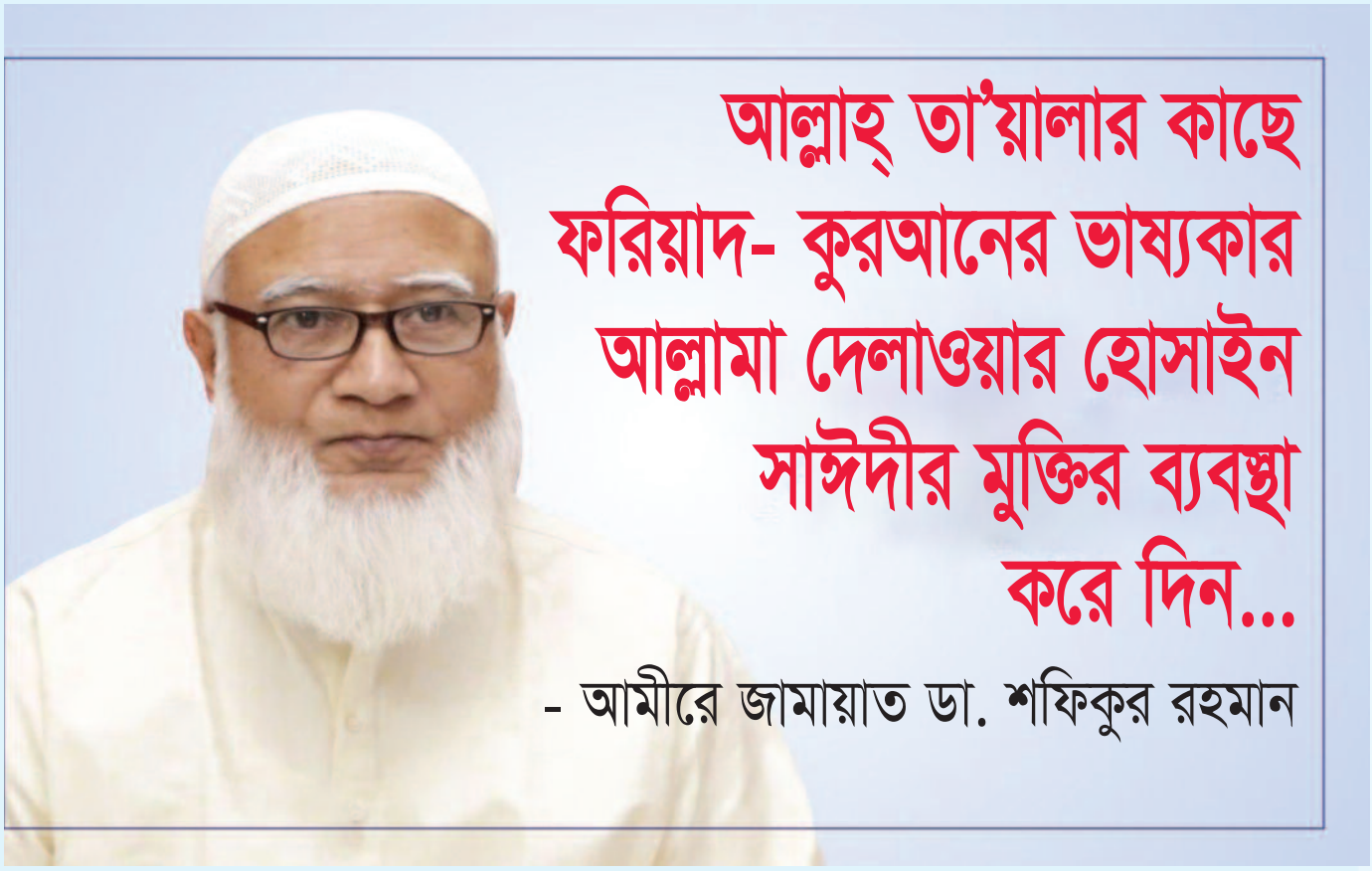

আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে ফরিয়াদ- কুরআনের ভাষ্যকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন...

- আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন ও বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৯ জুন ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন।

পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, "আজ ২৯ জুন। বাংলাদেশের কোটি মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ঠিকানা, দ্বীন কায়েমের প্রত্যয়দীপ্ত কাফেলা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমীর বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও পার্লামেন্টারিয়ান এবং সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রাহিমাহুল্লাহ, বাংলাদেশসহ বিশ্বেও কোটি-কোটি তরুণ ও যুবকদেরসহ অসংখ্য মানুষের কাছে সরাসরি কুরআনকে নিয়ে যিনি হাজির হতেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন ও বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহকে একান্ত খোড়া অজুহাতে ২০১০ সালের এই দিনের এ সময়েই আক্রোশ মিটানোর জন্য গ্রেফতার ও বন্দী করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল আমরণ কারাবাসের রায় দিয়ে কুরআনের ভাষ্যকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে চার দেয়ালের লোহার খাঁচায় বন্দী রেখেছে। অসহায় ও মজলুম এই জাতির জন্য আজ বড় প্রয়োজন আপনাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন

তিন জনের মধ্যে আমাদের কলিজার টুকরা দুইজনকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইতিমধ্যে কবুল করেছেন। অন্যায়ের কাছে মাথানত না করে হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদার শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

আর মৃত্যুকে সঙ্গী করে প্রশ্নবিদ্ধ বিচারের রায়ে স্কাইপি কেলেঙ্কারিসহ অসংখ্য ঘটনার তাজা সাক্ষী এই ট্রাইব্যুনাল আমরণ কারাবাসের রায় দিয়ে কুরআনের ভাষ্যকার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে চার দেয়ালের লোহার খাঁচায় বন্দী রেখেছে। অসহায় ও মজলুম এই জাতির জন্য আজ বড় প্রয়োজন আপনাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। সেই সাথে এই জাতিকেও সকল প্রকার জুলুম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।"

বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনায় আমীরে জামায়াতের শোক

রাজধানীর মগবাজারে বিস্ফোরণ ও ভবন ধ্বসে জান মালের ক্ষয়ক্ষতিতে উদ্বেগ এবং হতাহতের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৭ জুন ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট করেন।

পোস্টে তিনি বলেন, "আজ রবিবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.৩০টার দিকে রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টার এর পাশের একটি ভবনে বিস্ফোরণের পর ভবনটির অংশ বিশেষ ধ্বসে পড়ে। এতে ভবনটিতে অবস্থানরত অজানা সংখ্যক লোকের হতাহতের খবরে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নিহতদের আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করুন, এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আহতদের সুচিকিৎসা ও আশু সুস্থতা কামনা করছি।"

প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে যথাযথ ব্যাবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন

- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

রাজধানীর ঢাকার মগবাজার এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৭ জন লোক নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ২৮ জুন ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, "২৭ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানী ঢাকার মগবাজার এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৭ জন লোক নিহত এবং শতাধিক লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। মর্মান্তিক এই ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করুন। বিস্ফোরণের ঘটনায় যারা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

মগবাজার এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে যথাযথ ব্যাবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

বাজেট প্রতিক্রিয়া

২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট জনগণের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না

- সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

২৯ জুন জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট পাশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৩০ জুন ২০২১ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন:

"অর্থমন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মোস্তফা কামাল ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের পর আমরা বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে কতিপয় পরামর্শ দিয়েছিলাম। দেশের অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের পক্ষ থেকে বাজেট সম্পর্কে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তা আমলে না নিয়ে জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটকে পাশ করানো হয়। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, এটি একটি ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট। বাজেটে লক্ষমাত্রা অর্জনের যে টার্গেট রাখা হয়েছে তা অলিক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বাজেটে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৃষি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ খাতে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা যথেষ্ঠ নয়। এছাড়া শিল্প খাতে বিনিয়োগের বিষয়টি বাজেটে তেমন গুরুত্ব পায়নি। ব্যাংকে হাজার হাজার কোটি টাকা অলস পড়ে থাকলেও তা বিনিয়োগের ব্যাপারে বাজেটে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। আর্থিক নিরাপত্তা না থাকায় ব্যাংকগুলো বিনিয়োগে আস্থা পাচ্ছে না। বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরিরও কোনো দিক-নির্দেশনা বাজেটে নেই।

বাজেটে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা দুর্নীতিকে আরো উৎসাহিত করবে। কালো টাকা সবসময় কালোই। এটিকে সাদা বলার কোনো সুযোগ নেই। উচ্চহারে কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ প্রদান মূলত একটি অনৈতিক কাজকে বৈধতা দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এর মাধ্যমে দুর্নীতিকে আরো উৎসাহিত করা হয়েছে।

বাজেটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন ছিল তা নেয়া হয়নি। দেশ আজ মাদক দ্রব্যের করালগ্রাসে নিমজ্জিত। সর্বত্রই মাদকের সয়লাবের কারণে দেশের তরুণ ও যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মহীন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরে এসে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বাজেটে তাদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

বাজেটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। দেশে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ব্যাপারে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়নি। এই বাজেটের মাধ্যমে মূলত প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

এ বাজেটে দলীয় হীনরাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার এবং মেঘা দুর্নীতিকে লালন করার সব সুযোগ বিদ্যমান রাখা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট, যেখানে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য চমকপ্রদ বক্তব্য প্রদান করলেও তা বাস্তবায়নে যে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, পাশকৃত বাজেটে বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। এই বাজেট জনগণের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।"

শাহ্ আব্দুল হান্নান স্মরণে নাগরিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ্ আব্দুল হান্নান স্মরণে তার ব্যক্তি জীবনের বর্ণাঢ্য নানা দিক নিয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জুন ২০২১, শনিবার রাজধানী ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর চৌধুরী মিলনায়তনে নাগরিক ফোরাম এ স্মরণসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও নাগরিক ফোরামের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট পারভেজ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 'শাহ্ আব্দুল হান্নান স্মরণে' নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী ও সদস্য জাতীয় স্থায়ী কমিটি (বিএনপি) আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বীর প্রতীক), সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক ও দেশের প্রবীণ বরেণ্য সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিন, বিশিষ্ট হার্টের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং ইবনে সিনা ট্রাস্টের বোর্ড মেম্বার প্রফেসর কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর জিহাদ খান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক শট এর এমডি ডক্টর এম এ আজিজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম, মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারি শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বিশিষ্ট আইনজীবী ও পরিবেশবিদ সমাজসেবক অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন, ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম কামাল উদ্দিন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, মরহুম শাহ আব্দুল হান্নানের ছোটভাই শাহ আব্দুল হালিম প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিচারপতি আব্দুর রউফ বলেন, শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন আদর্শবাদী ও সৎ অর্থনীতিবিদ। দেশ ও জাতি গঠনের কাজে যেভাবে নিজেকে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন, তা সবার কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে। তার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিকের প্রতি আমাদের আলোকপাত করা উচিৎ। শাহ্ আব্দুল হান্নানের মতো আদর্শবান মানুষ বর্তমানে বিরল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বক্তাগণ মরহুম শাহ্ আব্দুল হান্নানের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বলেন, মরহুম শাহ্ আব্দুল হান্নান ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, অর্থনীতিববিদ ও সমাজ সেবক। তিনি ব্যক্তি জীবনে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। এছাড়াও তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। অথচ ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ দ্বীনদার আল্লাহ ভীরু মুসলিম। কোনো প্রকার অন্যায়ের সাথে তিনি কখনো আপোষ করেন নাই। নিজের মেধা যোগ্যতা ও নৈতিকতা দিয়ে তিনি সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে দোয়া মোনাজাতে বিশিষ্ট নাগরিকগণ শাহ আব্দুল হান্নানের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। তারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোআ করেন, আল্লাহ যেন তার নেক আমলগুলো কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করেন।

সিলেটে তিন জনকে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা

সরকার কোনোভাবেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরতে পারছে না

- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় বাসায় ঢুকে মা ও তাঁর দুই শিশু সন্তানসহ তিন জনকে হত্যা করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ১৬ জুন এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "১৬ জুন ভোর রাতে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় বাসায় ঢুকে মা ও তাঁর দুই শিশু সন্তানসহ তিন জনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া নিহত সন্তানদের পিতাকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক। মানুষ কতটা নিষ্ঠুর ও নির্দয় হলে এ ধরনের জঘন্য কাজ করতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা এ নৃশংস ও পৈশাচিক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। হত্যা, গুম, খুন ও ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাস্তা-ঘাট, বাসা-বাড়ি কোথাও মানুষের জান-মালের আজ কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে গুম ও খুনের ঘটনা ঘটছে। এমনকি শিশুরাও এই নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আইন হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা মানুষের মাঝে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার কোনোভাবেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরতে পারছে না। দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিধানসহ সকল ক্ষেত্রেই সরকারের চরম ব্যর্থতার চিত্রই ফুটে উঠছে।

অবিলম্বে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় মা ও তাঁর দুই শিশু সন্তানসহ তিন জনকে হত্যা করার ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ঢাকাকে সবুজের নগরীতে পরিণত করতে হবে

- নূরুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুল বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ঢাকাকে সবুজের নগরীতে পরিণত করতে হবে। স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জরুরি। আর ভারসাম্যপূর্ণ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে গাছ। মহানবী (সা.) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও তা পরিচর্যার কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন হাদিসে উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, 'যদি কোনো মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোনো শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকা (দান) স্বরূপ গণ্য হবে।' তাই আমাদের শ্লোগান "গাছ লাগান, দেশ বাচান"।

২৬ জুন ২০২১ শনিবার সকালে রাজধানীর ডেমরায় বৃক্ষরোপন ও চারাগাছ বিতরণকালে এ কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় বৃক্ষরোপন ও চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সবুর ফকির, অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন খান, ডেমরা থানা আমীর মোহাম্মদ আলী, পল্টন থানা সেক্রেটারি শাহীন আহমদ খানসহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, পরিবেশ বিপর্যয়ের দিক থেকে ঢাকা খুবই বিপদজনক অবস্থায় অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে দল মত নির্বিশেষে সবার পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের কাজে অংশ নেয়া উচিৎ। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সাধারণ মানুষের মাঝে গাছের চারা বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই সাথে আমরা বিপুল সংখ্যক বৃক্ষরোপন ও বিতরণের মাধ্যমে ঢাকা নগরীকে সবুজের নগরীতে পরিনত করতে চাই। তিনি সর্বস্তরের জনগণের কাছে আহবান জানিয়ে বলেন, পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বের জায়গা থেকে আসুন আমরা প্রত্যেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কমপক্ষে ৩টি করে গাছ রোপন করি। ঢাকা মহানগরীকে সবুজের নগরীতে পরিণত করার জন্য আমাদের এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। একইসাথে তিনি সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচীর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা পরিবেশগত ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে যাচ্ছে বলে পরিবেশবিদরা মনে করেন। সেই সমস্যা নিয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। জামায়াত একটি দায়িত্বশীল সংগঠন, বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার একাজে অবশ্যই আমরা ভূমিকা পালন করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

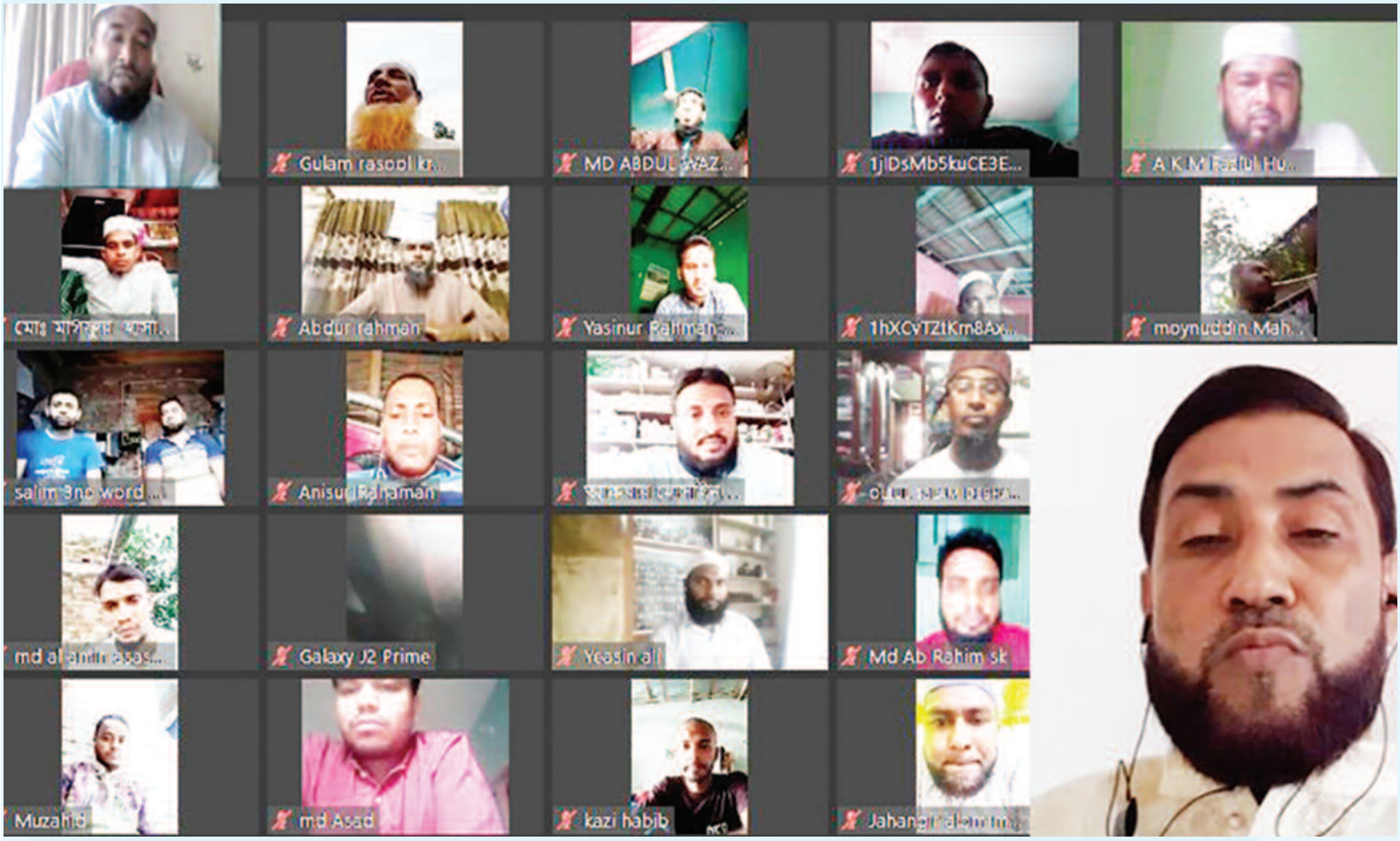

দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করতে যুবসমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে

- মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেছেন, গণমানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য দেশকে ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। ২৬ জুন ২০২১ শনিবার আন্তজার্তিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে এক অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সাতক্ষীরা জামায়াতের আমীর মুহাদ্দিস রবিউল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাতক্ষীরা জামায়াতের নায়েবে আমীর অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম মুকুল, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আজিজুর রহমান, ডা. মাহমুদুর রহমান, এড. আব্দুস সুবহান মুকুল, নূরুল আফসারসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন।

সেলিম উদ্দিন বলেন, দেশকে সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল ও কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করতে যুবসমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা দরকার। যুবসমাজের মাঝে আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারলে তারা মাদকের দিকে ধাবিত হবে না। একই সাথে এসব যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে তারা মাদকের পিছনে দৌড়াবে না।

বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘের প্রতি ১০ মানবাধিকার সংস্থার আহ্বান

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা হেফাজতে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপকভিত্তিক অভিযোগের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে দেশটির সরকার - এমন উল্লেখ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ দশটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছে। ২৬ জুন ২০২১ শনিবার বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মানবাধিকার বিষয়ক দশটি আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি মোর্চা শনিবার একটি যৌথ বিবৃতি পাঠায়, যেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গ্রেফতারকৃত এবং সন্দেহভাজনদের নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ করছে। তবে এ ধরনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে বর্ণনা করেছে বাংলাদেশের সরকার।

নির্যাতনের যেসব পদ্ধতির উল্লেখ করছে সংস্থাগুলো: বিবৃতিতে বন্দীদের উপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর যেসব নির্দয় আচরণের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে রয়েছে লোহার রড, বেল্ট এবং লাঠি দিয়ে পেটানো; কানে এবং যৌন অঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেয়া, মুখ আটকে পানি ঢালা (ওয়াটার বোর্ডিং), ছাদ থেকে ঝুলিয়ে পেটানো, পায়ে গুলী করা, কানের কাছে জোরে শব্দ করা বা গান বাজানো, পায়ের তালুর নীচে সূচালো বস্তু রাখা, মৃত্যু কার্যকরের নাটক সাজানো এবং নগ্ন করে রাখার মতো ঘটনা। শত শত মানুষ গুম বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে বলে বলা হয়েছে ওই বিবৃতিতে। নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে হেফাজতে নির্যাতন ও বিচার বর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ করছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো, তবে সরকার সেই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে।

জাতিসংঘকে প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান : হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন, ''বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী, আন্তর্জাতিক গ্রুপ, জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা আটকাবস্থায় নির্যাতনের ব্যাপারে যেসব উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন, তার জবাবে শুধুমাত্র অস্বীকার আর মিথ্যা বক্তব্য পাওয়া গেছে।' 'গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের নেতারা সংস্কারের কথা বলে আসছেন, কিন্তু প্রতিটি সরকারই এই কর্তৃত্ববাদীতা আরও বাড়িয়েছে, অপব্যবহারের সংস্কৃতি তৈরি করেছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে দায়মুক্তি দিয়ে আসছে।' বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের উচিত বাংলাদেশে গুম, নির্যাতন এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে একটি রেজ্যুলেশন বা প্রস্তাব গ্রহণ করা।

১০টি সংগঠনের মোর্চার এই বিবৃতিতে বলা হয়, ২০১৯ সালে নির্যাতন-বিরোধী কনভেনশনের আওতায় হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে বাংলাদেশকে নিয়ে পর্যবেক্ষণের পর যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল, তার ফলোআপ করতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশের সরকার। সেসব সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা যে, কোন ধরণের নির্যাতন সহ্য করা হবে না এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাউকে আটক করার পর সেটা গোপন রাখবে না। বিবৃতিতে বলা হয়, কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন জানিয়ে মামলা করেছেন। সেই সঙ্গে আটক থাকার সময় তিনি কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাও বর্ণনা করেছেন। আরেকজন লেখক মুশতাক আহমেদকে কীভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে সেই বর্ণনাও দিয়েছেন মি. কবির।

যেসব প্রতিষ্ঠান এই বিবৃতি দিয়েছে: ১. এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। ২. এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট। ৩. এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন। ৪. এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন। ৫. সিভিকাস: ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন। ৬. ইলেওস জাস্টিস-মোনাস ইউনিভার্সিটি। ৭. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। ৮. ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস। ৯ .ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার। ১০. রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস।

মানবাধিকার পরিস্থিতি

জুন '২১ মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

জুন মাসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মানবাধিকারের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

জুন মাসে সারা দেশে ২১৫ জন নিহত হয়েছে। এ মাসে প্রতিদিন গড়ে ০৭ জন মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ০২টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ৪ জন নিহত হয়েছে। ১০৫টি সহিংস হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ৯১ জন, আহত হয়েছে ২৬১ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ০৪ জন। এছাড়াও ১০টি গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হয়েছে ০৯ জন, আহত হয়েছে ০৪ জন এ মাসে অপহরণের ১২টি ঘটনায় অপহরণের পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ০৮ জন।

রাজনৈতিক সহিংসতার ৩০টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ০৭ জন, আহত হয়েছে ৩৩৮ জন, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ০২ জন, গ্রেফতার হয়েছে ১০ জন।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী 'বিএসএফ' কর্তৃক ০১টি হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ০১ জন।

নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় পারিবারিক কলহে ২২টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৯ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৫১ জন নারী, নিহত হয়েছে ০৩ জন। ০৪টি শিশু নির্যাতনের ঘটনায় ০৩ জন শিশু নিহত হয়েছে, আহত হয় ১০ জন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ০২টি সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়েছে ২৩ জন।

সরকার দলীয় নেতাকর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় সাংবাদিক নির্যাতনের ০৩টি ঘটনায় আহত হয়েছে ০৩ জন।

এ মাসে বিভিন্ন স্থান থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ৭২টি লাশ উদ্ধার করেছে যার মধ্যে ০২টি লাশ অজ্ঞাত।

এক নজরে জুন'২০ এর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

বিষয়	বর্ণনা	ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত	গ্রেফতার	গুলিবিদ্ধ
বিচার বহির্ভূত হত্যা	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক	২	৪			
	সহিংস হামলা	১০৫	৯১	২৬১		৪
	গণপিটুনী	১০	৯	৪		
অপহরণ	নিখোঁজ	১২				
	লাশ উদ্ধার	২	২			
	জীবিত উদ্ধার	৮		৮		
রাজনৈতিক সহিংসতা	সংঘর্ষ	৩০	৭	৩৩৮	১০	২
সীমান্ত সংঘাত	বিএসএফ কর্তক	১	১			
নারী নির্যাতন	ধর্ষণ	৫১	৩	৫১		
	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	৯	৪	৬		
	পারিবারিক দ্বন্দ্ব	২২	১৯	৪		
	এসিড নিক্ষেপ	২		২		
	যৌন হয়রানী					
শিশু নির্যাতন	শারীরিক নির্যাতন	৪	৩	১০		
সাংবাদিক নির্যাতন	নির্যাতন	৩		৩		
ক্যাম্পাস সহিংসতা	আধিপত্য বিস্তার	২		২৩		
লাশ উদ্ধার	পুরুষ	৪৮	৫৩			
	মহিলা	১৭	১৭			
	অজ্ঞাত	২	২			
	মোট	৩৩০	২১৫	৭১০	১০	৬

আন্তর্জাতিক সংবাদ

ফিলিস্তিনীদের আস্থা হারিয়েছেন মাহমুদ আব্বাস

গাজায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক আগ্রাসন বিশ্বজুড়ে উজ্জ্বল করেছে হামাসের ভাবমর্যাদা। ফিলিস্তিনীরা এখন হামাসকে ঘিরেই তাদের হারানো ভূমি ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি চালানো এক জরিপের ফল এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যেখানে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ওপর আর নির্ভর করতে পারছেন না ফিলিস্তিনীরা। জরিপের ওপর ভিত্তি করে খবরে বলা হয়, গাজায় সাম্প্রতিক যুদ্ধের পর থেকে নাটকীয়ভাবে হামাসের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে। অন্যদিকে কমেছে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহর জনপ্রিয়তা।

অধিকাংশ ফিলিস্তিনী বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, হামাস ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি যোগ্য। অন্যদিকে সামান্য অংশ বিশ্বাস করেন যে, ফিলিস্তিনীদের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য হচ্ছে ফাতাহ।

রামাল্লাভিত্তিক প্যালেস্টিনিয়ান সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চ এ জরিপ চালায়। ৯ জুন থেকে ১২ জুনের মধ্যে এ জরিপ চালানো হয়। এতে অংশ নেন প্রায় ১২০০ ফিলিস্তিনী।

জরিপের তথ্যানুযায়ী, এখন যদি ফিলিস্তিনে নির্বাচন হয়, তবে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ৫৯ শতাংশ ভোট পাবেন। বিপরীতে আব্বাস পাবেন ২৭ শতাংশ।

৫০ হাজার আফগানকে সরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আফগানিস্তানে ১৩০ তালেবান যোদ্ধার আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানে ১৩০ জন তালেবান যোদ্ধা আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানিয়েছে দেশটির গোয়েন্দা বিভাগ। আত্মসমর্পণ করা যোদ্ধারা এ সময় ৮৫টি একে-৪৭ জমা দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার বরাতে জানা যায়, আফগান গোয়েন্দা সংস্থা 'ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট অব সিকিউরিটি'র মুখপাত্র জিলানি ফরহাদ বলেছেন, জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ নিরাপত্তারক্ষীদের অনেক বড় সাফল্য। এর ফলে হেরাত প্রদেশে দ্রুত শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরবে। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রদেশগুলোর রাজধানীর আশেপাশের জেলাগুলো দখল করে নিচ্ছে তালেবান। মার্কিন সেনা প্রত্যাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রাদেশিক রাজধানীগুলো দখলে নেওয়ার চেষ্টা করবে। আফগানিস্তান থেকে আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করার কথা। গত ১ মে থেকে সেনা প্রত্যাহার জোরেসোরে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। ইতিমধ্যে অর্ধেকের বেশি সেনা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আফগানিস্তান ছাড়ার কথা মার্কিন সেনাদের। গত মে মাস থেকেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে গত ২০ বছর ধরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য কাজ করেছেন, এমন হাজার হাজার আফগানকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। প্রতিবেদনে এ বলা হয়, এক অনলাইন প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিকল্পনায় মার্কিন সেনাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত ৫০ হাজার আফগান নাগরিককে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। এসব আফগান যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থান করছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। জানা যায়, যেসব আফগান দোভাষী যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কাজ করেছেন তারা বর্তমানে তালেবানের প্রতিশোধের শঙ্কায় ভুগছেন। মার্কিন সেনারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাহায্য নিয়েই অভিযান পরিচালনা করেছে। তাই সেসব আফগানদের রক্ষা করতেই ওয়াশিংটন এমন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৮ হাজার আফগান যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেতে আবেদন করেছেন। তবে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হওয়ায় বিলম্ব ঘটছে। আগামী সেপ্টেম্বরের আগে তাদের অন্যান্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে তাদের আবেদনগুলো নিরাপদে চূড়ান্ত করা যেতে পারে। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'যারা আমাদের সহায়তা করেছেন তাদের একা ছেড়ে আসা হবে না। অন্য অনেকের মতো তারাও জীবন বাজি রেখে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমরাও তাদেরকে এখানে স্বাগত জানাই।' এদিকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের আগে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে বাইডেন ও তার মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছেন। তারা আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ও পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বিবিসি।

পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাঁটি গাড়তে দেব না-ইমরান খান

পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো সামরিক ঘাঁটি গাড়তে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের কোনো এলাকা যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না। খবরে জানা যায়, মার্কিন সংবাদমাধ্যম এইচবিও অ্যাক্সিওসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইমরান খান বলেন, আফগানিস্তানে অভিযান চালানোর জন্য পাকিস্তানের কোনো এলাকা কখনোই যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। অ্যাক্সিওসের সাংবাদিক জোনাথন সোয়ান ওই সাক্ষাৎকারে আল কায়েদা, আইএস ও তালেবান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে (সিআইএ) পাকিস্তানের এলাকা ব্যবহারে ইমরান খান অনুমতি দেবেন কি না, তা জানতে চান। এ প্রশ্নের উত্তরে ইমরান খান সাফ জানিয়ে দেন, এ ধরনের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। ইমরান খানের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে তালেবানরা। তালেবানদের মুখপাত্র সোহেল মাহিন দোহা থেকে ফোনে পাকিস্তানের সংবাদপত্র কে জানান, পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ঘাঁটি গাড়তে চাওয়া অনুচিত। পাকিস্তান সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশি বলেছেন, পাকিস্তান কখনোই যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেবে না। পাকিস্তানের ভেতরে কোনো ড্রোন হামলাও মেনে নেবে না। মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী চৌধুরী ফাওয়াদ হোসেন এ ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইব্রাহিম রায়িসির ভূমিধস জয়

ইরানের ১৩তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভূমিধস জয় পেয়েছেন ৬০ বছর বয়সী রক্ষণশীল শিয়া নেতা সাইয়েদ ইব্রাহিম রায়িসি। ইরানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্বাচন হেডকোয়ার্টার থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এদিকে, এরই মধ্যে বিজয়ী প্রার্থী সাইয়েদ ইব্রাহিম রায়িসিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মোহসেন রেজায়ি ও আবদুননাসের হেম্মাতি। ১৯ জুন ২০২১ শনিবার সকালে পৃথক বার্তায় তারা অভিন্দন জানান।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট রুহানিও টেলিভিশনে দেয়া বক্তব্যে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলেও জানা গেছে। তবে তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম উল্লেখ করেননি। সংস্কারপন্থী প্রার্থী হেম্মাতি ইনস্টাগ্রামে দেয়া এক বার্তায় রায়িসিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, তিনি আশা করেন যে রায়িসি মহান ইরানি জাতির জীবনযাত্রা উন্নত করবেন এবং তাদের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনবেন। রক্ষণশীল প্রার্থী কাজিজাদেহ হাশেমিও বলেছেন, আমি জনগণের ভোটকে সমর্থন জানিয়ে হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ ইব্রাহিম রায়িসিকে জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য মোহসেন রেজায়ি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়িকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইরানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য জানানো হয়নি। আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ ইব্রাহিম রায়িসি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এই নির্বাচনে তার প্রতি রক্ষণশীল শিবিরের ব্যাপক সমর্থন দেখা গেছে।

জয় মেনে নিল বিরোধীরা : ইরানের প্রেসিডেন্ট 'নির্বাচিত' হওয়ায় কট্টরপন্থী রক্ষণশীল নেতা ইব্রাহিম রায়িসি অভিনন্দন পাচ্ছেন। এই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা না করা হলেও বিরোধীরা ইতিমধ্যে ফল মেনে নিয়েছেন এবং রায়িসিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়েছে, এই নির্বাচনে ইব্রাহিম রায়িসির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কট্টর ডানপন্থী আরও দুই প্রার্থী মহসেন রেজাই ও আমির হোসেন ঘাজিজাদ্দেহ হাসেমি। তাঁরা দুজনই রায়িসিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ ছাড়া এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মধ্যপন্থী আবদুল নাসের হেমাতিও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি ২০১৭ সালের নির্বাচনেও প্রেসিডেন্ট হতে লড়েছিলেন। তবে হাসান রুহানির বিরুদ্ধে জয় পাননি। সেবার তিনি ভোট পেয়েছিলেন ৩৮ শতাংশ। ২০১৯ সালে বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে।

গাজা লক্ষ্য করে ইসরাইলের আক্রমণ অব্যাহত

যুদ্ধবিরতি মুলতবি। গাজা লক্ষ্য করে দিনভর রকেট হামলা এবং বিমান হামলা চালালো ইসরয়ালে। ইসরাইলের সেনা দাবি করেছে, হামলা অব্যাহত থাকবে। গাজায় হামাসের একটি দপ্তর এবং একটি রকেট লঞ্চিং প্যাড ধ্বংস করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ইসরাইলের অভিযোগ, হামাস আগুনের গোলা ভর্তি বেলুন ইসরাইল লক্ষ্য করে পাঠিয়েছিল। এর আগেও একাধিকবার হামাস এ কাজ করেছে। আগুনের গোলা ভরা বেলুন ইসরাইলের খেত জ্বালিয়ে দিয়েছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বহু বাড়িতে। এবারও তেমন বেলুন দেখে পাল্টা আঘাত হানে ইসরাইল। গাজা স্ট্রিপ লক্ষ্য করে দিনভর একের পর এক রকেট এবং বিমান হানা চালানো হয়। ইসরাইলের সেনা টুইট করে জানিয়েছে, আক্রমণ আপাতত চলবে। হামাসের বেশ কিছু পরিকাঠামো ধ্বংস করা গেছে বলেও তাদের দাবি।

ইসরাইলেরআক্রমণ নিয়ে হামাস অবশ্য এখনো পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি। বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়নি। মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়নি। তবে হামাসও পাল্টা রকেট হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে গাজায় অবস্থিত সাংবাদিকদের খবর।

গত মাসেই কয়েক সপ্তাহ ধরে হামাস এবং ইসরাইলের সেনার তীব্র লড়াই হয়েছে। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ কার্যত যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল অসংখ্য মানুষের। তার মধ্যে বেশ কিছু নারী এবং শিশু ছিল। শেষ পর্যন্ত মিশরের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষ যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। দুই সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিকেন টুইট করে জানিয়েছেন, ইসরাইলের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাপিদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। ইসরাইলে এখন নতুন মন্ত্রিসভা। নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট। ব্লিকেন জানিয়েছেন, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা অ্যামেরিকার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসরাইলকে সবরকম সাহায্য করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, নতুন করে এই সংঘাত ফের যুদ্ধের আবহের দিকে যেতে পারে। হামাস পাল্টা আক্রমণ শানাতে শুরু করলে ইসরাইলের আক্রমণও আরো বাড়বে। ফের সাধারণ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হবে। ফলে নতুন করে যুদ্ধবিরতির প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। সূত্র : রয়টার্স, এপি।

ভারতের কুম্ভমেলা ছিল করোনা ছড়ানোর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র

ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিনেশ গুন্ডু রাও অভিযোগ করে বলেছেন, কুম্ভমেলা ছিল বিশ্বের করোনাভাইরাস ছড়ানোর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় উত্তরাখণ্ড রাজ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

এ বছরের শুরুর দিকে করোনার তীব্র সংক্রমণের সময় তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দোষারোপ করেন।

গোয়া রাজ্যের রাজধানী পানাজিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে দিনেশ গুন্ডু রাও আরো বলেন, যদিও ভারত বিশ্বে সবচেয়ে বড় ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক দেশ, তবু দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশীর থেকে খারাপ।

ভারতের গোয়া রাজ্যে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সদর দফতরে সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে দিনেশ গুন্ডু রাও বলেন, 'কুম্ভমেলা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্র।'

ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের প্রতিবেদন মতে তিনি বলেন, 'দেশব্যাপী মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা হারাচ্ছেন করোনা ভাইরাসের কারণে। কেন তারা দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন? কারণ কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। তারা ভ্যাকসিন কেনারও চিন্তা করছেন না। তারা সাধারণ মানুষদের বলেননি যে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ চলে এসেছে, চলুন সবাই সতর্ক হই।

এসব করার পরিবর্তে নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী সমাবেশ করেছেন। অথচ তিনি জানতেন যে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ চলে এসেছে। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি এমন দায়িত্বহীনের মতো আচরণ করেছেন। তিনি কোনো বিষয়ের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করছেন না। তিনি দেশের কোনো বিষয় নিয়েই মাথা ঘামান না। প্রধানমন্ত্রী নিজের আত্মপ্রশংসায় ব্যস্ত। কেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার করোনা পরিস্থিতি ভারতের মতো মারাত্মক নয়? তারা তো আমাদেরই প্রতিবেশী।'

যুদ্ধের মাঠে ৮৫০০ শিশু সৈনিক, নিহত ২৭০০ : জাতিসংঘ

গতবছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে সাড়ে আট হাজারের বেশি শিশু সৈনিককে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিহত হয়েছে দুই হাজার সাতশর মতো শিশু।

২১ জুন ২০২১ সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে শিশু বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ এলাকায় শিশু হত্যা, তাদের পঙ্গুত্ব বরণ করা ও যৌন নির্যাতন, অপহরণ কিংবা সৈন্য হিসেবে নিয়োগ করা, শিক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে অন্তত ২১টি স্থানে ১৯ হাজার ৩৭৯ শিশুর ক্ষেত্রে অধিকার লংঘনের ঘটনা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। ২০২০ সালে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেশি ঘটেছে সোমালিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইয়েমেনে।

জাতিসংঘের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে গতবছর আট হাজার ৫২১ জন শিশুসেনা ব্যবহার করা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এ সময়ে দুই হাজার ৬৭৪ জন শিশু নিহত এবং পাঁচ হাজার ৭৪৮ শিশু আহত হয়েছে।

শিশু অধিকার ক্ষুণ্ন করছে যুদ্ধরত এমন গোষ্ঠী বা সংস্থার একটি কালো তালিকাও প্রতিবেদনে রাখা হয়েছে। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতে দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টিই মূলত এই তালিকার লক্ষ্য।

যদিও অনেকদিন ধরে এই তালিকাটি নিয়ে বিতর্ক চলছিল। কারণ সৌদি আরব এবং ইসরায়েলের পক্ষ থেকে চাপ ছিল তালিকায় যেন তাদেরকে না রাখা হয়।

ইসরায়েল কখনও এই কালো তালিকায় ছিল না। অন্যদিকে ইয়েমেন যুদ্ধে শিশুদের হতাহত করার ঘটনায় প্রথমবারের মতো নাম আসার কয়েকবছর পর সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটকেও ২০২০ সালের কালো তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিতর্ক এড়াতে ২০১৭ সালের গুতেরেসের প্রতিবেদনে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর দুইটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। একটি তালিকায় রাখা হয় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতে পদক্ষেপ নেওয়া পক্ষকে, অন্যটিতে থাকে সুরক্ষা পদক্ষেপ না নেওয়া পক্ষগুলো।

সোমবার যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে উল্লেখযোগ কিছু পরিবর্তন এসেছে।

শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিচ্ছে না, এমন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর তালিকায় মিয়ানমার ও সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর নাম উঠে এসেছে এতে।

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শিশু হত্যা, তাদের পঙ্গু করা এবং যৌন সহিংসতার অভিযোগ।

ইসরাইলকে অবৈধ বসতি বানানো বন্ধ করতে বলল জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের রেজুলেশনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পূর্ব জেরুসালেম ও পশ্চিমতীরে ইসরাইলের অবৈধ বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখার প্রতিবাদ জানিয়ে তা দ্রুত বন্ধ করতে বলেছে জাতিসংঘ। একই সঙ্গে এসব এলাকায় বসতি স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরাইলকে অভিযুক্ত করে সংস্থাটি। ২৪ জুন ২০২১ বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ ইসরাইলের প্রতি এ আহ্বান জানায়।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ সমন্বয়কারী টর ওয়েইনসল্যান্ড ২০১৬ সালের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। যেখানে বলা হয়েছে– এ ধরনের অবৈধ বসতিগুলোর 'কোনো আইনি ভিত্তি নেই'।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে টর ওয়েইনসল্যান্ড বলেন, পশ্চিমতীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাইলি বসতি স্থাপন বন্ধ করতে হবে। কেননা, এ দুটি অঞ্চল ফিলিস্তিনিরা তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। ওয়েইনসল্যান্ড বলেন, আমি আবার বলতে চাই ইসরাইলি বসতি স্থাপন জাতিসংঘের রেজুলেশন এবং আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

তিনি আরও বলেন, দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান এবং ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজগুলো মূল প্রতিবন্ধক।

সব ধরনের অবৈধ বসতি স্থাপন দ্রুত বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের এ দূত বলেন, অবৈধ বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া দ্রুতই বন্ধ হওয়া উচিত।

জাতিসংঘের মহাসচিব এবং মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের দূত টর ওয়েইনসল্যান্ড উভয়েই ইসরাইলি কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, যেন তারা ফিলিস্তিনিদের ঘর ধ্বংস না করে এবং তাদের বাস্তুচ্যুত না করে।

জাতিসংঘের মহাসচিব এবং সংস্থাটির মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত পরিষ্কার করে জানিয়েছে, সাড়ে চার বছর হয়ে গেলেও রেজুলেশনের কোনো বিষয়ই মানা হয়নি।

ওয়েইনসল্যান্ড ওই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব পক্ষকে সাম্প্রতিক 'যুদ্ধবিরতি' মেনে চলার আহ্বান জানান।

নিরাপত্তা পরিষদকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানানোর আগে ওয়েইনসল্যান্ড দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান এবং ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ার লাপিডকে শুভেচ্ছা জানান।

জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেস জানান, মার্চ থেকে জুনের মধ্যে গাজা, পশ্চিমতীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত অসংখ্য বিক্ষোভে হামলা চালায় ইসরাইলি বর্বর সেনাবাহিনী। নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের। এ সময়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে অহরহ। ইসরাইল গাজায় বিমান হামলা-বোমা হামলাও চালিয়েছে। এসব ঘটনায় ২৯৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৪২ জন নারী এবং ৭৩ জন শিশু। আর আহত হয়েছেন ১০ হাজার ১৪৯ জন। গুতেরেস আরও বলেন, এ সময়ের মধ্যে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ৯০ সদস্য এবং ৮৫৭ ইসরাইলি আহত হয়েছেন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং রকেট হামলায়।

ইসলামের অবমাননা ঠেকাতে কঠোর শরিয়া আইন আনছে মালয়েশিয়া

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'নারী-পুরুষ সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামীদের (এলজিবিটি) জীবনাচারের প্রসার এবং ইসলাম ধর্মের অবমাননাকারীদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইসলামি শরিয়া আইনে সংশোধনের প্রস্তাব করেছে মালয়েশিয়ার সরকারি একটি টাস্কফোর্স।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয়েশিয়ার ইসলামি আইনে পুরুষ সমকামিতা অথবা সমলিঙ্গের কার্যক্রম অবৈধ। তবে এসব অভিযোগে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনা বিরল।

এক বিবৃতিতে দেশটির ধর্মীয় কল্যাণবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী আহমদ মারজুক শারি বলেছেন, চলতি মাসে নারী-পুরুষ সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামীদের প্রাইড মান্থ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদযাপনের বিভিন্ন পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় শরিয়া ফৌজদারি আইনে সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে।

তিনি বলেছেন, আমরা দেখেছি নির্দিষ্ট কিছু পক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস এবং ছবি আপলোড করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এলজিবিটিদের জীবনাচারের প্রসারের চেষ্টা হিসেবে ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করা হয়েছে।

৩ কোটি ২০ লাখ মানুষের দেশ মালয়েশিয়ায় জাতিগত মালয় মুসলিমের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশি। দেশটিতে দ্বৈত আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলিমদের জন্য নাগরিক আইনের পাশাপাশি ইসলামিক ফৌজদারি ও পারিবারিক আইন চালু আছে।

আহমদ মারজুক শারি বলেছেন, প্রস্তাবিত আইনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কেউ ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং অন্যান্য শরিয়া ফৌজদারি অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং এলজিবিটির প্রসার ঠেকাতে সরকারের গঠিত টাস্কফোর্সে দেশটির ইসলামি উন্নয়ন বিভগ, যোগাযোগ ও মাল্টিমিডিয়া মন্ত্রণালয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস এবং পুলিশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা বলছে, গত কয়েক বছরে মালয়েশিয়ায় এলজিবিটি সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে শরিয়া আইনে সংশোধনী আনার এই প্রস্তাব উঠেছে।

২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পদযাত্রায় এলজিবিটি কর্মীদের অংশগ্রহণের পর দেশটির একজন মন্ত্রী এবং অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলোর সদস্যরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেন। ওই বছর সমকামিতার চেষ্টার দায়ে দেশটিতে পাঁচজনকে জরিমানা, কারাদণ্ড, বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়া হয়।

জনাব শাহজাহান চৌধুরীর মায়ের ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার নায়েবে আমীর ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব শাহজাহান চৌধুরীর মাতা ছমুদা খাতুন বার্ধক্যজনিত কারণে ২৭ জুন রাত ১১টায় ৯৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৫ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ২৮ জুন বাদ জোহর মজিদিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম জানাযা এবং ছমদর পাড়া নিজ বাড়িতে বিকাল ৫টায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে তাঁকে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, সাবেক এমপি জনাব শাহজাহান চৌধুরী প্যারোলে মুক্তি পেয়ে প্রথম জানাযায় অংশগ্রহণ করার আশা রয়েছে।

জনাব শাহজাহান চৌধুরীর মাতা ছমুদা খাতুনের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৮ জুন ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার নায়েবে আমীর ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য কারাবন্দি জনাব শাহজাহান চৌধুরীর মাতা ছমুদা খাতুন ২৭ জুন রাত ১১টায় ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তিকালের মুহূর্তে জনাব শাহজাহান চৌধুরী সরকারের দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দি রয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি সন্তান হিসেবে পাশে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। সন্তান হিসেবে এটা তাঁর জন্য খুবই দুঃখজনক। আমি শাহজাহান চৌধুরীর মাতা ছমুদা খাতুনের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, জনাব শাহজাহান চৌধুরীর মাতাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মকবুল হোসেন এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জামালপুর জেলার সদস্য (রুকন) ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এ্যান্ড বিজিনিসম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মকবুল হোসেন জ্বর শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জুন রাত সাড়ে ১১টায় ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১৫ জুন বাদ জোহর জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার রুকনাই উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও জামালপুর জেলা শাখার আমীর এডভোকেট মহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদী, জামালপুর জেলা নায়েবে আমীর মির্জা আবদুল মাজেদ, জেলা সেক্রেটারী কবীর আহমদ হুমায়ুন, জামালপুর শহর শাখার আমীর অধ্যাপক আছিমুল ইসলাম, মেলান্দহ উপজেলা আমীর মাওলানা মুজিবুর রহমান আজাদি, জামালপুর জেলা শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইলিয়াস হোসাইন, আইবিডাব্লিউএফ-এর জেলা সেক্রেটারী আলহাজ্ব আলতাফ হোসাইনসহ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের শত শত মুসল্লী।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ মকবুল হোসেনের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৬ জুন ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, আলহাজ্জ মকবুল হোসেনের ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। তিনি ছিলেন একজন সফল উদ্যোক্তা ও বেকার যুবকদের পথের দিশা। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি দ্বীনি কার্যক্রম ও ব্যবসায়ীদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের কাজে

নিজেকে সার্বক্ষণিক যুক্ত ছিলেন। তিনি সংগঠনের সকল কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করতেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

অপর এক যুক্ত শোকবাণীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও জামালপুর জেলা শাখার আমীর এডভোকেট মহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদী, জামালপুর জেলা নায়েবে আমীর মির্জা আবদুল মাজেদ, ও জেলা সেক্রেটারী কবীর আহমদ হুমায়ুন গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাবেক ছাত্র নেতা আলহাজ্ব মকবুল হোসেন স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে চাকুরীর পেছনে না ঘোরে যুবক বয়সেই ব্যবসা শুরু করেন। গড়ে তোলেন বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। উদ্যোক্তা হিসেবে যুব সমাজের আদর্শ হয়ে ওঠেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় আন্দোলনের কাজকে অগ্রাধিকার দিতেন। আমরা তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেন:

১. এ্যাডভোকেট মোঃ রফিকুল ইসলাম (৬৪), কর্মপরিষদ সদস্য, সদর উপজেলা শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২. জুলেখা বেগম (৬০), মহিলা সদস্য (রুকন), খুলনা উত্তর সাংগঠনিক জেলা শাখা, খুলনা।
৩. নূরুন্নাহার বেগম (৭৫), সাবেক সেক্রেটারি, যশোর জেলা মহিলা শাখা, যশোর পশ্চিম জেলা।
৪. জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী (৯০), সদস্য (রুকন), বানারীপাড়া উপজেলা, বরিশাল পশ্চিম জেলা।
৫. মোছাঃ আছিয়া বেগম (৬৫), মহিলা সদস্য (রুকন), মোংলা উপজেলা শাখা, বাগেরহাট জেলা।
৬. মিসেস শাফিয়া বেগম (৬১), মহিলা সদস্য (রুকন), রাজাপুর উপজেলা, ঝালকাঠি জেলা।
৭. জনাব আবু সুফিয়ান (৬২), সদস্য (রুকন), মহেশপুর উপজেলা শাখা, ঝিনাইদহ।
৮. নাছিমা খাতুন (৪০), মহিলা সদস্য (রুকন), গাংনী পৌরসভা শাখা, মেহেরপুর জেলা।
৯. জনাব মুহসিন আলী (৩৯), সদস্য (রুকন), কালাই উপজেলা শাখা, জয়পুরহাট জেলা।
১০. জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস (৭৮), প্রবীণ সদস্য (রুকন), ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।
১১. মাওলানা খলিলুল্লাহ (৭৭), প্রবীণ সদস্য (রুকন), নান্দাইল উপজেলা শাখা, ময়মনসিংহ জেলা।
১২. মাস্টার আবদুল মান্নান (৮২), সাবেক আমীর, বড়লেখা উপজেলা শাখা, মৌলভীবাজার জেলা।
১৩. জনাব মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দিন (৮০), সাবেক আমীর, পীরগঞ্জ উপজেলা শাখা, ঠাকুরগাঁও জেলা

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী